হরিণাকুণ্ডুতে পূর্ববিরোধের জেরে যুবককে কুপিয়ে জখম

পূর্ব বিরোধের জের ধরে ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডু উপজেলার কাপাশহাটয়া ইউনিয়নের রায়পাড়া ভাতুড়িয়া গ্রামের মোঃ রিফাত হোসেন
(২৬) কে কুপিয়ে জখম করেছে দুর্বৃত্তরা।

গতকাল সোমবার রাত ৮টার দিকে তার বাড়ির সামনে থেকে এই ঘটনা ঘটায় সন্ত্রাসীরা। পরে তার অত্মচিৎকারে আশপাাশের সবাই দৌড়ে এলে তারা পালিয়ে যায় এবং রিফাতকে উদ্ধার করে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

এব্যাপারে রিফাতের বড়ভাই নিঝুম রেজা রিপন বাদি হয়ে মঙ্গলবার হরিণাকুণ্ডু থানায় ৮জনের নাম উল্লেখ করে এবং ৭/৮জন অজ্ঞাতসহ মোট ১৫জনের নামে এজাহার দাখিল করেছে। রিফাত হোসেন গুড়পাড়া ভাতুড়িয়া গ্রামের আব্দুল খালেকের সন্তান।

অভিযোগের সূত্রে জানাযায়, সোমবার রাত সাড়ে ৭টার দিকে কয়েকজন উৎশৃঙ্খ যুবক রিফাতের বাড়ির সামনে এসে মোটর সাইকেলে উচ্চ শব্দ করে বিরক্ত করতে থাকে, সেসময় রিফাত নিষেধ করতে গেলে দুই পক্ষের মধ্যে বাকবিতন্ডা হয়।

এই ঘটনার কিছুক্ষণ পরে একই গ্রামের মোঃ ইসরাফিল (৪৫) পিতা- বদর উদ্দিন বুদো, মোঃ আলামিন হোসেন (২২), মোঃ ইয়ামিন (২০), তাদের পিতা মোঃ ইসরাফিল, মোঃ সামাদ হোসেন (২৩), পিতাঃ মুসা হোসেন, রয়েল হোসেন (২১), পিতা: হাবু হোসেন সাং: রাধানগর থানা- ঝিনাইদহ সদর, এছাড়াও রাসেল হোসেন (২৩), পিতা: আজু মিস্ত্রী, ইমরান হোসেন (১৯) পিতা- শরিফুল ইসলাম, মোঃ রাকিব হোসেন (২০) পিতা: মামুন হোসেনসহ অজ্ঞাত আরও ৭/৮ জন লাঠি সোটা, দা সাবল, কাস্তেসহ বিভিন্ন দেশীয় অস্ত্র নিয়ে রিফাতের বাড়িতে হামলা চালাই এবং রিফাতকে মারধর করে রক্তাক্ত জখম করে। তাকে ঠেকাতে গিয়ে আরও বেশ কয়েকজন আহত হয়। পরে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে ভর্তি করে।

বর্তমানে সে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে। এবিষয়ে হরিণাকুণ্ডু থানার অফিসার ইনচার্জ আব্দুর রউফ খান জানান অভিযোগ পেয়েছি অভিযোগ পেয়েছি তদন্তপূর্বক আসামীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহন

করা হবে।

শৈলকুপায় যুবকের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলার ভাটইবাজারে একটি অটো রাইস মিলের পাশে গাছের ডাল থেকে মিঠুন (২৮) নামের এক যুবকের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে।

গতকাল সোমবার (২৭ জানুয়ারি) রাত ৯টার দিকে স্থানীয়রা মরদেহটি গাছে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পেয়ে পুলিশকে খবর দেয়।

মিঠুন শৈলকুপা উপজেলার উমেদপুর ইউনিয়নের আড়ুয়াকান্দি গ্রামের ইউনুস মিয়ার ছেলে। শৈলকুপা থানার ওসি মাসুম খান জানান, এটি আত্মহত্যা নাকি অন্য কিছু, তা নিশ্চিত হওয়ার জন্য তদন্ত চলছে।

মরদেহটি ময়না তদন্তের জন্য ঝিনাইদহ সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। তদন্ত করে আইনানুগ ব্যবস্থা করা হবে বলে জানান। এ ঘটনায় এলাকায় ভীতি ও শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

হরিণাকুণ্ডু তে চা বিক্রি করে স্বাবলম্বী যুবক শিমুল

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডু উপজেলার জোড়াদহ কলেজ মোড়ে চা বিক্রেতা যুবক শিমুল দিনে ১৫ থেকে ২০ হাজার টাকার চা বিক্রি করেন। ১৮ বছর বয়সি শিমুল চা বিক্রি করে পরিবারের হাল ধরতে পেরে নিজেকে সফল ও স্বাবম্বি মনে করছেন।

চা বিক্রি করে তিনি বাড়িতে পাঁকা ঘর দিয়েছেন, চাষের জমি বর্গা রেখেছেন, বাড়িতে গরু-ছাগল কিনে পালছেন। দিনে দিনে তার সংসারে স্বাচ্ছন্দ ফিরে এসেছে। শিমুল জোড়াদহ গ্রামে নানা বাড়িতে মানুষ হয়েছে।

সরেজমিনে তার দোকানে গিয়ে দুরদুরান্ত থেকে ছুটে আসা চাপ্রেমীদের সরগরম লক্ষ্য করা যায়। তার দোকানের চা খেতে আসা বিভিন্ন খরিদ্দারদের সাথে কথা বলে জানা যায়, তার দোকানে ভিন্ন স্বাদের দুধ চা ও মালাই চা পান করতে প্রতিদিন ঝিনাইদহ শহর, চুয়াডাঙ্গা, কুষ্টিয়া জেলা থেকে চা প্রেমিরা ছুটে আসেন।

চা বিক্রেতা শিমুল বলেন, তার দোকানে প্রতিদিন বিভিন্ন জেলা, উপজেলা থেকে শত শত চাপ্রেমীরা চা খেতে আসেন। প্রতিদিন ১হাজার থেকে ১২শ কাপ চা বিক্রি হয়, যা গড় হিসাবে প্রতিদিনে ১৫থেকে ২০ হাজার টাকার পারমান চা বিক্রি হয় বলে জানান। লেখাপড়া বেশি দূর না করলেও দিনরাত পরিশ্রম করে নিজেই পরিবর্তন করছেন নিজের ভাগ্য। উপজেলার জোড়াদহ কলেজ মোড় এলাকার রাস্তার পাশে শিমুলের চায়ের দোকান। ৭ বছর ধরে চা বিক্রি করছেন এই যুবক। এরও ৫বছর পূর্বে হাফিজুর নামে এক ব্যক্তি দোকানটি শুরু করে।

সকাল ৭টা থেকে সারাদিন চা প্রেমীদের ভিড় লেগেই থাকে দোকানে। প্রতিদিন বিকাল থেকে রাত ৮ট পর্যন্ত বাইরের এলাকা থেকে লোকজন চা খেতে ভিড় জমায়।

প্রতি কাপ দুধচা ২০ টাকা করে বিক্রি করি, এখন পর্যন্ত কোন খরিদ্দারের অভিযোগ পাননি বলে শিমুল জানান। তিনি আরও বলেন, চা বিক্রির পরিমান এখন অনেক বেশি, আয়ও ইনশাল্লাহ ভালোই হয়, এই আয় দিয়ে বাড়িতে একটি পাকা ঘর করেছি, জমি বর্গা রেখেছি, সবমিলিয়ে পরিশ্রম করে ভালোভাবে জীবন যাপনের চেষ্টা করছি।’

তিনি আরও বলেন, আমার চা তৈরীর পদ্ধতি হরিণাকুÐ◌ু উপজেলার বিভিন্ন হাট বাজারে এখন চালু হয়েছে। আমি ওইসব চা দোকানদারদের চা তৈরীর পদ্ধতি শিখিয়েছি। অনেক বেকার যুবক তার কাছে পরামর্শ নেওয়ার জন্য আসে। তিনি তাদের সঠিক পরামর্শ দেন। তার এই ব্যবসায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বেকার যুবকরা মনে করছেন কোন কাজই ছোট নয়, যেকোনো কাজ করে সফলতা অর্জনের মাধ্যমে নিজের বেকারত্ব দূর করা সম্ভব।

আলমডাঙ্গায় যুবকের পুড়ে যাওয়া মরদেহ উদ্ধার, দুই যুবক আটক

আলমডাঙ্গায় আগুনে পোড়া সবুজ নামের এক যুবকের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ বুধবার সকালে উপজেলার বেলগাছি ইউনিয়নের ফরিদপুর এলাকার গজারিয়া মাঠের একটি মেহগনি বাগান থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়।

খবর পেয়ে চুয়াডাঙ্গা জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ও সদর সার্কেল আনিসুজ্জামান লালন ও থানাপুলিশের পরিদর্শক (ওসি) মাসুদুর রহমান ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন।

হত্যাকান্ডে জড়িত সন্দেহে দুই যুবককে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করেছে পুলিশ।

নিহত সবুজ (২২) উপজেলার ডাউকি ইউনিয়নের বাদেমাজু গ্রামের গরু ব্যবসায়ী ও আওয়ামীলীগ নেতা জয়নাল আলীর ছেলে।

আটকৃত দুই যুবক পৌর এলাকার বন্ডবিল গ্রামের জিহাদ (২৫) ও বাদেমাজু গ্রামের সৈকত (২৭)। তারা দুজনেই নিহতের সাথে পুরাতন মোটরসাইকেল কেনাবেচা করতো।

পুলিশ ও স্থানীয়রা জানান, আজ বুধবার সকালে কৃষকেরা ধান ক্ষেতে কাজ করতে যায়। এসময় বেলগাছি ইউনিয়নের ফরিদপুর গ্রামের গজারিয়া মাঠের মেহগনি বাগানে আগুনের পোড়া একটি ডিসকভারি মোটরসাইকেল ও তাঁর নিচে এক যুবকের পোড়া মরদেহ দেখতে পায়। সে সময় তারা চিৎকার করলে পথচারীরা ছুটে এসে ও আলমডাঙ্গা থানা পুলিশকে খবর দেন। তার পরে পুলিশ এসে মরদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠায়।’

নিহতের বন্ধু মশিউর বলেন, গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে সে বাড়ি থেকে বের হয়। সন্ধ্যায় মুঠোফোনে কথা হলে সে মোটরসাইকেল বিক্রি করছে জানিয়ে ফোন কেটে দেয়। আবার রাত ৯ টায় সবুজের মুঠোফোনে যোগাযোগ করার চেষ্টা করলে ফোনটি বন্ধ পায়। রাতেই সবুজ বাড়িতে না ফিরলে তার চাচা খুঁজতে আমার বাড়িতে আসে। আজ সকালে ঘুম থেকে

উঠে জানতে পারি সবুজের পোড়া দেহের খোজঁ মিলেছে।

আলমডাঙ্গা থানার পরিদর্শক (ওসি) মাসুদুর রহমান বলেন, ‘মরদেহের পুরোটা আগুনে পুড়ে গেছে তবে দুটি হাত ও দুটি পা অবশিষ্ট অবস্থায় ছিলো। নিহত সবুজের নিকট পুড়ে যাওয়া মোটরসাইকেলটি ও শরীরের গঠন দেখে পরিবার লাশ শনাক্ত করেছে।

অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ও সদর সার্কেল আনিসুজ্জামান লালন বলেন, ঘটনাস্থল পরিদর্শন করা হয়েছে। এছাড়া সিআইডি ও পিবিআইয়ের সদস্যরাও ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে।

আলমডাঙ্গায় গাঁজা সেবনের অপরাধে যুবকে তিন দিনের কারাদণ্ড

আলমডাঙ্গা পৌর শহরে গাঁজা সেবনের অপরাধে আকাশ নামের এক যুবকের তিন দিনের কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। দণ্ডপ্রাপ্ত আকাশ
(২১) উপজেলার বাড়াদি ইউনিয়নের গোপালনগর গ্রামের হারুনের ছেলে।

আজ সোমবার বেলা ১২ টার দিকে পৌর শহরের হাউসপুর এলাকায় গাঁজা সেবনের সময় হাতেনাতে আকাশকে আটক করা হয়। পরে ভ্রাম্যমাণ আদালতের বিচারক উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট শেখ মেহেদি ইসলাম এ কারাদণ্ড দেন।

আলমডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাসুদুর রহমান বলেন, সাজাপ্রাপ্ত আকাশকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

ঝিনাইদহে বিদ্যুৎ স্পৃষ্টে যুবকের মৃত্যু

ঝিনাইদহ শহরের পৌর এলাকার ভুটিয়ারগাতী গ্রামে বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট হয়ে হাসান আলী মন্ডল (৩৫) নামের এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে।

আজ বুধবার (৯ অক্টোবর) দুপুরে ওই গ্রামের উত্তরপাড়ায় এ ঘটনাটি ঘটে। মৃত হাসান আলী মন্ডল একই গ্রামের সেলুন মন্ডলের ছেলে।

স্থানীয় মোফাজ্জেল হোসেন জানান, গ্রামের মতিয়ার মিয়ার বাড়ীর পাশে লম্বা কোটা দিয়ে কড়াইগাছ থেকে খড়ি ভাঙ্গছিলো। সেসময় ওই কোটা মেনলাইনের তারে লেগে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে তার গায়ে আগুন ধরে যায়। পরে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে ঝিনাইদহ সদর হাসপালে নিয়ে যায়।

ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালের চিকিৎসক ডাঃ নবী নেওয়াজ জানান, বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট হয়ে হাসান আলী হাসপাতালে আসার আগেই তার মৃত্যু হয়।

ঝিনাইদহ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোঃ শাহীন উদ্দীন এ তথ্য নিশ্চিত করে জানান, হাসানের পরিবারের লোকজন থানায় আসছে। এ ঘটনায় সদর থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি হয়েছে।

মেহেরপুর বুড়িপোতা সীমান্তে প্রবাস ফেরৎ যুবকের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

মেহেরপুর সদর উপজেলার সীমান্তবতী বুড়িপোতা গ্রামে এক প্রবাস ফেরৎ যুবকের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। নিহত পরিবারের দাবি প্রতিপক্ষরা মিরাজকে হত্যার পর গাছে ঝুলিয়ে রেখেছে।

আজ সোমবার (৭ অক্টোবর) দুপুরে গ্রামের একটি বাগানের একটি কাঠাল

গাছ মেহেরপুর সদর থানা পুলিশ লাশ উদ্ধার করে। নিহত যুবক মিরাজ আলী বুড়িপোতা গ্রামের মৃত আওলাদ হোসেনের ছেলে।

নিহতর মা সোনাভানু বলেন, মিরাজ ৬ বছর মালয়েশিয়ায় ছিলেন। এ সময় মিরাজের স্ত্রী সাবিনার সাথে আদম ব্যবসায়ী জিয়ার সাথে গোপন সম্পর্ক ছিলো। মিরাজ দেশে ফিরার আগে স্ত্রী সাবিনা কোন কিছু না জানিয়ে জিয়ার সাথে অন্যত্র চলে যায়। আমার ধারনা আমার ছেলেকে হত্যা করে গাছে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে।

মেহেরপুর সদর থানার ওসি সেখ কনি মিয়া বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে লাশ উদ্ধার করে মর্গে পাঠানো হয়েছে। নিহতর পরিবার থেকে লিখিত অভিযোগ পেলে তদন্ত সাপেক্ষে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

‘গান গেয়ে গেয়ে’ যুবককে পিটিয়ে হত্যার ঘটনায় গ্রেফতার ৩

চট্টগ্রাম নগরের পাঁচলাইশ থানার একটি ঘটনায় এক যুবককে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে, এবং পুলিশ তিনজনকে আটক করেছে।

মঙ্গলবার (২৪ সেপ্টেম্বর) রাতে অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করা হয়, এ তথ্য জানিয়েছেন চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশের অতিরিক্ত উপ-কমিশনার কাজী মো. তারেক আজিজ।

সম্প্রতি এক ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে, যেখানে দেখা যাচ্ছে, এক যুবককে খুঁটির সঙ্গে বেঁধে মারধর করা হচ্ছে। ভিডিওতে যুবকটির পরনে নীল গেঞ্জি ও জিন্স ছিল এবং তার চারপাশে কয়েকজন যুবক চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষায় গান গাচ্ছে। তাদের হাতে লাঠিও ছিল। পরে ওই যুবকের মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

পুলিশ জানায়, ঘটনা ঘটে ১৩ আগস্ট। ওই সময়ে থানায় পুলিশের সংখ্যা ছিল অতি নগণ্য, যা দুর্বৃত্তদের সুযোগ করে দেয়।

১৪ আগস্ট রাতে নগরের প্রবর্তক এলাকা থেকে ২৪ বছর বয়সী মো. শাহাদাত হোসেনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়। এই ঘটনায় শাহাদাতের চাচা

মো. হারুন পাঁচলাইশ থানায় একটি মামলা দায়ের করেন, যেখানে অজ্ঞাত ব্যক্তিদের আসামি করা হয়েছে।

নিহত শাহাদাত নোয়াখালী জেলার সোনাইমুড়ি থানার পাঁচবাড়িয়া ইউনিয়নের নদনা গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন এবং তিনি কোতোয়ালি থানার বিআরটিসি এলাকায় স্ত্রী শারমিন আক্তারের সঙ্গে বসবাস করতেন।

সুত্রঃ জাগো নিউজ ২৪

গাংনীতে মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে যুবকের প্রাণহানি

মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নোমান হোসেন (২৪) নামের এক যুবক নিহত হয়েছেন। আজ রোববার (১ সেপ্টেম্বর) সকাল সাড়ে ১০ টার দিকে মেহেরপুর কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহসড়কের গাংনী উপজেলার অলিনগর গ্রামে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত নোমান কুষ্টিয়া জেলার দৌলতপুর উপজেলার বিলবোয়ালিয়া গ্রামের জহুরুল ইসলামের ছেলে। সে গাংনী উপজেলার চরগোয়াল গ্রামে নানা আইয়ুব আলীর বাড়িতে বেড়াতে এসেছিলেন।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, নিহত নোমান গাংনী থেকে বামন্দীর দিকে দ্রুতগতিতে মোটরসাইকেল চালিয়ে যাচ্ছিলেন। অলিনগর নামক স্থানে পৌছালে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কের পাশে রাখা বালির স্তুপের সাথে ধাক্কা দিয়ে রাস্তায় ছিটকে পড়ে।
স্থানীয়দের সহযোগিতায় বামন্দী ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্সের ইন্সপেক্টর রুবেল রানা সঙ্গীয় কর্মীসহ তাকে মূমূর্ষ অবস্থায় উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেন। পরে কর্তব্যরত চিকিৎসক আবীর হাসান তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

চিকিৎসক আবীর হাসান জানান, হাসপাতালে আনার আগেই মারা গেছে সে।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম জানান, সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত নোমানের মরদেহ উদ্ধার করে থানায়

নেওয়া হয়েছে। পরিবারের লোকজনকে খবর দেওয়া হয়েছে তারা আসলে পরবর্তি সিদ্ধান্ত নেয়া হবে।

মেহেরপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় আহত যুবকের মৃত্যু

অবশেষে মৃত্যুর কাছে হেরে গেলো তাওহিদুল আমিন শশী (২৫)। সড়ক দুর্ঘটনার পর আজ বৃহস্পতিবার (২২ আগষ্ট) ভোরের দিকে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মারা যান তিনি।

নিহত শশী মেহেরপুর শহরের ঘোষপাড়া এলাকার মোঃ সেলিমের ছেলে।

সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কনি মিয়া পারিবারিক সূত্রের বরাত দিয়ে এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

গত ১৮ আগস্ট দিবাগত রাত ৮ মেহেরপুর ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অফিসের সামনে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় শশী মারাত্মক আহত হয়।

স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে মেহেরপুর-২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যায়। ওই সময় তার অবস্থার অবনতি ঘটলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করেন। সেখানেই চিকিৎসাধিন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।